গল্প

২৯ শে সে

স্বরাজ চক্রবর্ত্তী

অন্ধকার ঘন অন্ধকার রাস্তা। চারিদিকে কোথাও একটুও আলো নেই। বোধ হয় বৃষ্টিও হবে। আমি গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। যে ভাবে হোক আজ রাতের মধ্যেই আমাকে পৌছাতে হবেই। সামনে এখন ৭০ কিলোমিটার পথ। জানিনা কি ভাবে কেমন করে তবে যে ভাবে হোক আমাকে আজ পৌঁছাতে হবেই।

সামনে দূরে ওটা কি দেখা যাচ্ছে। কেউ পড়ে আছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ এখানে তো দূর্ঘটনা ঘটেছে। আমার কি গাড়ি থামানো উচিত হবে। বোধ হয় না। কিন্তু মনে হচ্ছে সবে মাত্র ঘটনাটি ঘটেছে।যদি কাউকে বাঁচানো যায়। বৃষ্টিটাও শুরু হল। আমি আমার গাড়িটিকে ভেঙ্গে যাওয়া গাড়িটির পাশে দাঁড় করালাম । তিনজন সেখানে পড়ে আছে । কাছে যেতে বুঝতে পারলাম একজন তাদের মধ্যে এখনও বেঁচে আছে , তবে তাকে যদি খুব শীঘ্র হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়া হয় সে মারা যাবে । আমি সেই ভদ্রলোককে নিয়ে আমার গাড়িতে তুললাম । সম্ভবত লোকটি তার পরিবারকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাচ্ছিলেন, অন্ধকারে গাড়িটির নিয়ন্ত্রন হারিয়ে গাছে ধাক্কা মেরে ফেলেছেন।জানিনা বাঁচবে কি না, তবে কাছাকাছি কোন হাসপাতাল পেলে সেখানে নিয়ে যাবো। যদি বাঁচানো যায়।

বৃষ্টিটা যে আরো জোরে এল। কোথাও না থামলে গাড়িযে চালানো সম্ভব হবে না। রাস্তায় দাঁড়ানো নিরাপদ নয়।কোথাও কোন ঘর বা বাড়ি না পেলে কোথায় যে দাঁড়াই ।একি সামনে একটা পুরানো বাসস্ট্যান্ড মনে হচ্ছে।সেখানে গাড়িটিকে দাঁড় করালে মন্দ হয় না।কাউকে দেখতে পাচ্ছিনা তবে একটা টিমটিমে আলো দেখতে পাচ্ছি।আলো যখন আছে লোকজন নিশ্চয়ই পাব।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি সাহায্যের জন্য বাসস্ট্যান্ডের দিকে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।কাউকে দেখতে পেলাম না।একটা দোকান আছে কিন্তু দোকানে কেউ নেই।শুধু মাত্র কেরোসিন আলো ছাড়া।আমি দুবার ডাকলাম কোই হ্যায়, কোই হ্যায়, কেউ আছো । কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না।হঠাৎ দেখি দুজন লোক বিড়ি

খেতে খেতে আসছে।ভোর হতে বেশি দেরি নেই। ঘড়িতে এখন প্রায় ২ঃ৩০ বাজেও। সম্ভবত এরা প্রথম বাস ধরবে।কাছে আসতে দেখলাম দুজনই মস্তান গোছের। একটু ভয় হল,যদিও আমার কাছ থেকে নেওয়ার মত তেমন কিছু নেই।তবুও মারধর যদি করে।বৃষ্টিটাও যে কমছে না।তারা এসে একই শেডের তলায় দাঁড়ালো।তারা আমাকে দেখলো কিন্তু কিছু বললো না।তাদের কথা যতটা আমার কানে এল আমি বুঝতে পারলাম তারা এক্ষুনি একটা খুন করে আসছে।তাদের কাছে যে অস্ত্র রয়েছে তার থেকে এখনও রক্তের দাগ যায়নি।

আমার ভয়টা আরো যেনো বেড়ে গেলো।আমার যে পালানো উচিত সেই কথা টুকু মাথায় এলো না।সাহায্য দূরে থাক আমাকে কে বাঁচায় তাই ভাবছিলাম। হঠাৎ দেখি একটা বেঁটে করে লোক দোকানে বসে আছে।আমি বুঝতেই পারিনি, সে কখন সেখানে এসে বসেছে।আমার দিকে তাকিয়ে একগাল হেসে বলল কি চাই বাবু। আমি ভ্যবাচ্যকা খেয়ে বললাম হাসপাতাল।হাসপাতালতো অনেক দূরে, সেখানে যেতে যেতে সকাল হয়ে যাবে যে। তারপর তার আর আমার যা কথোপকথন হল ঃ-

আমি ঃ আচ্ছা এটা কোন জায়গা ?

দোকানি ঃ আজ্ঞে বাবু এটা হল সিংহমারি বাসস্ট্যান্ড। সারাদিনে দুটি গাড়ি আসে , একটি ভোরে আর একটি দুপুরে। তা আপনি হাসপাতালে যাবেন কেন।

আমি ঃ আমি রাস্তা দিয়ে আসার সময় একজনকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে দেখলাম।তাকে গাড়িতে করে নিয়ে এসেছি।ভাবছি যাবার পথে কোথাও যদি একটু সাহায্য পাই তাহলে লোকটিকে হয়ত প্রানে বাঁচানো যাবে।

দোকানি ঃ বাবু বৃষ্টি থামলে নয় এগিয়ে যাবেন।আপাতত চা খান।

আমি এক ভাঁড় চা নিয়ে দিব্যি বসে বসে খেতে লাগলাম।

আমি দেখলাম আরো একটি গাড়ি আমাদের দিকেই এসে দাঁড়ালো।হয়ত এদের থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে।গাড়ি থেকে প্রথমে দুজন নামলেন , দুজনেই ভদ্রমহিলা এবং তারপর একজন ভদ্রলোক নামলেন।তারাও সোজা এই শেডের দিকে এগিয়ে এলেন।ভদ্রলোককে দেখে খুব চেনা চেনা মনে হল।কোথায় যেন দেখেছি।কিন্তু

কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় দেখেছি।এখন সব মিলিয়ে আমরা সাত জন মানুষ একই বাসস্ট্যান্ডে আশায় আছি কখন বৃষ্টি থামবে আর আমরা আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছাব।

খুনি দুটি অবাকভাবে ভদ্রমহিলা দুটিকে দেখছিল।অবশ্য বৃষ্টিতে ভেজবার পর তাদের দেখার মতনই অবস্থা ছিল।আমি লোকটিকে আগ বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ-

আমি ঃ আচ্ছা আপনি কি স্থানীয় বাসিন্দা । আপনি কি জানেন কাছাকাছি হাসপাতাল কোথায় ।বা কোন সাহায্য।

ভদ্রলোক ঃ না।আমি অনেক দূর থেকে আসছি।আসলে আমি এবং আমার দুই বান্ধবী ঘূরতে বেরিয়ে ছিলাম।বৃষ্টির জন্য আমাদের দাঁড়াতে হল।তা আপনি হাসপাতাল নিয়ে কি করবেন।

আমি ঃ আমার গাড়িতে একজন অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন।তাকে বাঁচাতে গেলে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

ভদ্রলোকঃ না। এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কোন রকম ভাবে সাহায্য করতে পারব না।

তারপর আমাদের মধ্যে ভালো আলাপ জমে গেল।সময় কি ভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না।এখন বাজে প্রায় ভোর ৪ টা।বৃষ্টিটাও থেমে এসেছে। এবার হয়ত আমরা বেরোতে পারবো।

ঠিক এমনি সময় সেখানে আরও একজন উপস্থিত হল।এই লোকটিকে দেখে খুনি দুটি এগিয়ে গেল।তারা একে অপরকে চেনে।লোকটি এসে তাদের সাথে কি যেন ইসারায় কথা বলে ফেলল।তারপর তিনজনে ঝাপিয়ে পড়লো মহিলা দুটির উপরে।তারা প্রান প্রনে চেস্টা করছিল মহিলা দুটিকে বিবস্ত্র করার।আর মহিলা দুজন চেস্টা করছিল নিজেদের বাঁচানোর জন্য।

আমি,ভদ্রলোক ও দোকানদার ছুটে গেলাম তাদের বাঁচানোর জন্য। শুরু হল ধস্তা ধস্তি। অনেক কষ্টে দোকানদারটি একজনকে জোর করে তুলে ধরল।ঠিক তখন তাদের মধ্যে একজন ছোরা বার করে বসিয়ে দিল দোকান দারের বুকে।গলগল করে রক্ত পড়তে লাগল।আরও একজন পাশে রাখা ইট দিয়ে থেঁতলে দিল ভদ্রলোকটির

মাথা।এটা দেখার পর আমি ছুট লাগালাম। তারা কিছুটা ছুটে এল কিন্তু আমি ফিরে না তাকিয়ে দৌড়ালাম গাড়ির দিকে।গাড়িটি দেখে মনে পড়ল আহত লোকটির কথা।যাক বৃষ্টি থেমেছে , মহিলা দুটিকেতো বাঁচাতে পারলাম না এই লোকটিকে বাঁচাই।

সকাল হয়েছে।চারিদিক ভালোই ফর্শা মনে হচ্ছে।আমি গাড়ি খুলে দেখতে গেলাম লোকটি বেঁচে আছে না মারা গিয়েছে।গাড়ি খুলে দেখলাম লোকটি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।ভালোকরে দেখতে গিয়ে দেখলাম এত সেই মাথা থেঁতলে যাওয়া লোকটি।কিন্তু এ আমার গাড়িতে এল কি করে। পিছন ফিরে বাসস্ট্যান্ডের দিকে তাকালাম।কিন্তু সেখানে তো কিছুই নেই।ফাঁকা মাঠ।গাড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি গাড়ির পিছনের সিটে কেউ নেই।নেই কোন রক্তের চিহ্ন।আমার মাথাটা কিরকম যেন ঘুরে গেল।

তারপর যখন চোখ খুললাম দেখি একগাদা লোক আমায় ঘিরে আছে।কেউ কেউ বলছে শালা মাল খেয়ে পড়ে আছে।আমি উঠে দাঁড়িয়ে দেখলাম বেলা ৮ টা ৪০ বাজে।একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে বাসস্ট্যান্ড ছিলনা।

সে বলল হ্যাঁ ছিলো।কিন্তু আজ বছর পাঁচেক হয়েগেল বন্ধ হয়েগেছে।আসলে পাঁচ বছর আগে এখানে কয়েকজন দুস্কৃতি মিলে দুজন ভদ্রমহিলাকে ধর্ষন করে তারপর খুন করে ফেলেদেয় ১ কি.মি দূরে রাস্তায়।শুনেছি তাদের সাথে থাকা একজন ভদ্রলোকও মারা যান এবং একজন দোকানদারও মারা যান।কিন্তু তাদের দেহ এখনও পাওয়া যায়নি।

তিনি আরো বললেন এই ঘটনাটি ঘটেছিল ২৯ শে মে ২০০০ সালে।

আমি গাড়ি চালিয়ে আমার গন্তব্য স্থলের দিকে এগোতে আরম্ভ করলাম।আমার মোবাইলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আজকের তারিখ ---- ২৯.০৫.২০০৫.।

(সমাপ্ত)